মেধা দিবস

একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীর রূপরেখা

আনোয়ার আকাশ

সমাজ সেবা মূলক কাজ সহজ নয় । কঠিন বলেই যৌথ উদ্দ্যোগে এসোসিয়েশন গুলো এ রকম কাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে মাঠে নামে । কিন্তু সম্প্রতি সিডনী শহরে ঘটেছে এর ব্যতিক্রম । বাংলাদেশের এসোসিয়েশন গুলো যখন কথা আর নেতা সর্বস্ব হয়ে উঠছে তখন সিডনী শহরের অন্য প্রান্তে একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী বৃত্তের বাইরে এসে সৃষ্টি করেছেন সমাজ সেবা মূলক কাজের অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত । "দশের লাঠি একের বোঝা", কিন্তু এই বোঝা একাই বয়ে চলেছেন অহর্নিশি যে নিবেদিত প্রাণ কর্মী তাঁর নাম ডঃ আবদুল হক । এক যুগেরও বেশী সময় ধরে সিডনীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মেধাবী শিশু-কিশোরদের নিয়মিত উৎসাহ আর উদ্দীপনা যুগিয়ে আসছেন তিনি । যা 'টেলেন্ট ডে' হিসেবে সিডনীতে সর্বজন সমাদৃত । গত ১২ই মার্চ ২০০৬, এ বছরের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল হ্যাসেলগ্রোভের একটি মিলনায়তনে । বহু গুণীজনের প্রাণের পরশে আয়োজনটি হয়ে উঠেছিল অনিন্দ সুন্দর ।

বাংলাদেশের জন্ম উষা লগ্নেরও আগে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস শুরু করেছে বাংলাদেশীরা । সময়ের আবর্তনে গড়ে উঠেছে অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন । সমাজের সেবা করা, মেধার মনন করা । বেড়েছে বাংলাদেশী শিশু-কিশোররাও । অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামুলক ভালো ফলাফল উপহার দিয়ে আসছে প্রতিবছর । প্রসংগ ক্রমে বলা যেতে পারে ১৯৯৩ সালে এপিং নিবাসী বাংলাদেশী কৃতি ছাত্রী রুশদিয়া করিম নিউ-সাউথ-ওয়েলস্-এর এইচ-এস-সি পরীক্ষায় সম্বিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল । যিনি পরবর্তীতে চিকিৎসা শাস্ত্রে অথবা মেডিসিনের স্পেশালাইজেশনে সারা অষ্টেলিয়ায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন গত বছর । এই মেধাগুলোর প্রকৃত সম্মাননা প্রয়োজন । এই কঠিন কাজটি করে চলেছেন হক সাহেব অনেকটা কবি সুকান্তের মতো ।

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ।
অবশেষে সব কাজ সেরে, আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাবো আশীর্বাদ ।
তারপর হবো ইতিহাস ।"

শিক্ষাবিদ্ আব্দুল হক এগিয়ে এসেছেন দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে । উনিশশো চুরানব্বই সালের কথা । যখন আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো ফলাফল করছিল । এগিয়ে এলেন তিনি । ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগেই শুরু হলো তার যাত্রা । রিয়া মিজান সহ মাত্র চার জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহনে সে বছরের আয়োজনটি ছিল প্রথম মাইল ফলক । এ বছর সেখানে প্রায় ষাট জন এইচ-এস-সি প্রতিযোগীকে সম্মাননা দেয়া হয় । পাশের হার সন্তোষ জনক । মিশ্র সংস্কৃতির এই দেশে সারা বিশ্বের জন

প্রতিনিধিরা বসবাস করে। প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষের দেশে ষাট হাজার প্রতিযোগীদের মধ্যে বাংলাদেশের ষাট জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মাননা দেয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের। এর মধ্যে উনিশজন ছেলে এবং পঁয়ত্রিশজন মেয়ে। বাকীদের খবর তখনো হাতে এসে পৌঁছেনি। এইচ-এস-সি তে অভাবনীয় ফলাফলের জন্য সিডনীর বলকাম হিলস্ নিবাসী ডঃ মারুফ হাসানের দ্বিতীয় কন্যা নওশীন হাসান সহ সব প্রতিযোগীদের জন্য অভিনন্দন।

এখানে ছেলে-মেয়েরা সিলেকটিভ স্কুলে পরীক্ষা দেয় প্রাইমারীর শেষ পর্যায়ে। সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য যে পরীক্ষা হয় তার প্রতিযোগিতাটি খুব কঠিন। ভালো স্কুলগুলোতে সুযোগ পাওয়া সে জন্য অনেকের হয়ে ওঠেনা। এবারে প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ কমুউনিটির বত্রিশ জন ভালো স্কুলগুলোতে লেখা পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে নয় জন মেয়ে এবং তেইশজন ছেলে। সুযোগ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে সিডনী বয়েজ, সিডনী গার্লস্, জেমস রুজ গার্লস্, নর্থ সিডনী গার্লস্, নর্থ সিডনী বয়েজ, ফোর্টস্ট্রীট হাই, হর্ন্সবী গার্লস্, বলকামহিলস্ হাই, সিডনী টেকনিক্যাল, পেনরিথ্ হাই, গিরাউইন্ হাই, সেন্টজর্জ হাই, আলেকজান্ডিয়া পার্ক কমিউনিটি স্কুল সহ অন্যান্য স্কুলে সুযোগ পেয়েছে। সব্বাইকে অভিনন্দন।

ফাহিম ভুঁইয়া একটি বিরল প্রতিভার নাম। অসম্ভব মেধাবী, সৎ চরিত্রের অধিকারী, কৃতি ক্রিকেটার, সর্ব অর্থেই গুনী যাকে বলা যায়। বলকামহিলস্ হাই থেকে এইচ-এস-সি তে খুব ভালো ফলাফল করে কর্মক্ষেত্র প্রবেশ করেছিল। এর মাঝেই খবর এলো তাঁর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা। গত বছর এ মেধাবী ছেলেটি চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বন্ধু মহলে ফাহিমকে পথিকৃত হিসেবে দেখতো প্রায় সবাই। তার মৃত্যুর পর এর প্রমান মিলেছে ফাহিমকে ভালবেসে বন্ধুদের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে। গত বছর থেকে ডঃ আবদুল হক সংযোজন করেছেন 'ফাহিম ভুঁইয়া স্মৃতি পুরস্কার'। এ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে সিলেকটিভ স্কুলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের অভাবনীয় সাফল্যের জন্য। গত বছর তেরো জনের মধ্যে এ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন ফাহিম ভুঁইয়ার বাবা জনাব মোমেন ভুঁইয়া। এ বছর দেয়া হয় আরো আঠারো জনকে। পুরস্কার বিতরণ করেন ফাহিম ভুঁইয়ার দু'বোন শ্যারন সুরাইয়া দৌলা এবং সোনিয়া রশীদ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামীতে এই শিক্ষাবিদ্ এগিয়ে আসবেন আরো সুন্দর এবং বাস্তবমূখী পদক্ষেপ নিয়ে। যা অনায়াসেই হতে পারে আমাদের অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পথিকৃত। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম যেদিন দেখবো আমারা আমাদের মধ্যে বিভেদ আর 'বিমূঢ় আস্ফালন' ভুলে প্রবাসের মাটিতে এক এবং অভিন্ন বাংলাদেশ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। জনাব হক আপনার জন্য রইলো একরাশ ফুলের শুভেচ্ছা।

হ্যাসেল গ্রোভ নিবাসী হক সাহেব ব্যাক্তিগত জীবনে দু-সন্তানের জনক। প্রকৌশলী মেয়ে, রুবাইয়াত হক, হিসাব বিজ্ঞান প্রশাসনে নিয়োজিত ছেলে আশফাক হক আর স্ত্রী লায়লা হককে নিয়ে তার সংসার।